পরদিন সন্ধ্যায় মিজান যখন জুলেখাকে নিয়ে এলানের বাসায় পৌঁছাল, এলান তাদের জন্য ডিনার টেবিলে পরিবেশন করে প্রস্তুত হয়েই ছিল। পরিচয় পর্ব সারা হতে সে তাদেরকে সরাসরি খেতে আমন্ত্রণ জানাল। এলানকে দেখেই বোঝা গেল সে জুলেখার সাথে তার সেশন শুরু করবার জন্য অধীর হয়ে আছে। এই জাতীয় কেস খুব সম্ভবত এটাই তার প্রথম। তার কাছে ব্যাপারটা একাধারে অভিনব এবং রোমাঞ্চকর।

এলান স্যালমন ফিস বেক করেছিল, সাথে আলুর ভর্তা এবং সালাদ। মিজানের সাথে ইংরেজীতে কথা বললেও জুলেখার সাথে সে হিন্দী এবং তার ভাঙ্গা বাংলায় চালিয়ে যায়। জুলেখা মনে হল তার কথাবার্তায় বিশেষ রকম মজা পাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে তার বাংলা শুধরে পর্যন্ত দিচ্ছে। মিজান এদেশীয় খাবার পছন্দ করে। বিশেষ করে স্যালমন মাছ। সে মনে মনে দুশ্চিন্তায় থাকলেও খেতে কার্পন্য করল না। জুলেখা অবশ্য সালাদ ছাড়া কিছুই মুখে তুলল না। এলান তাকে জোরাজুরি করলেও তাতে কোন কাজ হল না। জুলেখা হাসি মুখে মাথা দোলাল। সে অন্য কিছু খাবে না।

ডিনার শেষে লিভিংরুমে ফিরে এসে বসল ওরা তিনজন। এলান নিজে মদ্যপান করলেও জেনেছে মিজান কিংবা জুলেখা করে না। সুতরাং তাদেরকে সে সোডা দিল। নিজে আধা গ্লাশ রেড ওয়াইন নিল। "স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমি খুব একটা খাই না। ডিনারের পর অল্প স্বল্প। তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?"

মিজান মাথা নাড়ল। তাদের কোন আপত্তি নেই। তার বুকের মধ্যে হাতুড়ীর বাড়ি পড়ছে। এই পর্যায়ে কোন একটা অজুহাতে তার বাইরে যাবার কথা। নাকি আরেকটু পরে? জুলেখা কি কিছু সন্দেহ করে বসবে? এলানের দিকে তাকিয়ে একটা সংকেত পাবার অপেক্ষা করছে সে।

একটা সোফায় স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসেছে ওরা। মুখোমুখি একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল এলান, হাতের গ্লাশটাকে একটা ছোট কাঁচের টেবিলে রাখল। "জুলেখা, একটা প্রশ্ন করি আপনাকে?"

প্রথমে মিসেস মিজান বলে শুরু করেছিল এলান, কিন্তু মিজানই তাকে অনুরোধ করেছে নাম ধরে ডাকতে। জুলেখা তাতে মাথা দুলিয়ে তার সম্মতি জানিয়েছিল।

এলানের অনুরোধে মুচকি হেসে মাথা দোলায় জুলেখা।

"কানাডার কোন জিনিষটা এখন পর্যন্ত আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে?" সহজ কণ্ঠে জানতে চায় এলান।

জুলেখাকে দেখে মনে হল এলানের বড় ভাই সুলভ সহজ আচরণ তার ভালো লাগছে। রহমতের সাথেও সে এখনো এতো সহজ হতে পারে নি। মিজানকে স্বীকার করতে হল, এলান জানে কিভাবে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকে বন্ধুত্ববাতসল্য দিয়ে জয় করে ফেলা সম্ভব।

"সব কিছু," দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল জুলেখা। "আমাদের বাড়ী, পেছনের জঙ্গল, হরিণ, কাঠবিড়ালী – সব কিছু।"

হাসল এলান। "আপনার স্বামীর খুব চমৎকার একটা বাড়ী আছে। এখানে সবার বাড়ীতে এমন জঙ্গল আর হরিণ নেই। দেখেন, আমার বাড়ীর চারদিকে শুধু বাড়ী আর বাড়ী।"

"কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি অনেক বড়লোক। কি করেন আপনি?"

এলান বোধহয় এমন সরাসরি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আমতা আমতা করে বলল, "আমার একটা ওষুধের কম্পানি আছে। আচ্ছা, মিজান কি আপনাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেছে? আমাদের এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। মিজান, তোমার স্ত্রীকে ব্লু মাউন্টাইনে নেয়ে গেছ?"
মিজান মাথা নাড়ল। "গরমের সময় নিয়ে যাব।"
তার দিকে তাকিয়ে হাসল এলান। একটু লম্বা সময় নিয়ে। মিজানের মনে হল, এটাই নিশ্চয় সেই সংকেত। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। "জুলেখা, খুব কাছেই আমার এক বন্ধু থাকে। আমি একটু ওর সাথে গিয়ে দেখা করে আসি। বড় জোর পনের বিশ মিনিট। তুমি ততক্ষন এলানের সাথে একটু কথা বল। ঠিক আছে?"
এলান মিজানকে অবাক করে দিয়ে বলল, "তোমার যাবার দরকার কি? তাকেই ফোন করে এখানে আসতে বল।"
মিজান কিছু বলার আগেই জুলেখা হাসি মুখে বলল, "না, না, উনি যাক। বেশী দেরী করবেন না।"
মিজান কথা দিল সে যাবে আর আসবে। মনে মনে প্রমাদ গুনল। সে ভেবেছিল জুলেখা তাকে যেতে দিতে চাইবে না। তার মনের মধ্যে কি চলছে কে জানে? সে গাড়ী নিয়ে শ' খানেক গজ গিয়ে রাস্তার পাশে পার্ক করল। প্রয়োজন হলে যেন ঝট করে ফিরে যেতে পারে। এলানের জন্য ভয় হচ্ছে। তার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হয় নি সে এই সাক্ষাতের পুরো ঝুঁকিটা বুঝতে পেরেছে। এলান বিপদে পড়লে সে গিয়েও যে কি করবে জানে না মিজান, কিন্তু তার একটা বিশ্বাস আছে - জুলেখা, কিংবা চাঁদনী - তার কোন ক্ষতি করবে না।

মিজান চলে যাবার পর কয়েক মুহূর্ত নীরব গেল। এলান মনে মনে ভাবছে ঠিক কিভাবে প্রসঙ্গটা তোলা যায়। তাকে খেয়াল রাখতে হবে জুলেখা যেন সন্দিহান না হয়ে ওঠে। জুলেখা তার মুখোমুখি সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। তাকে দেখে খুব নিরুদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। এলানের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এলান অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার দুই ঠোঁটের ফাকে এক চিলতে হাসি।
"হাসির কিছু হয়েছে?" একটু অপ্রস্তুত হয়ে জানতে চাইল সে।
"দরজাটা কি খোলাই থাকবে?" জুলেখা সহজ গলায় বলল।
"আমাদের এখানটা বেশ নিরাপদ। চোর ডাকাতের উপদ্রব খুব একটা নেই।"
"তবুও বন্ধ করে দিন।"
এই বিষয় নিয়ে অযথা বাক্য বিনিময় করতে চাইল না এলান। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে যখন ফিরে এল, জুলেখা তখন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লিভিংরুমের দেয়ালে ঝোলান ফ্রেমে বাঁধান ছবি এবং এলানের ক্রেডিনশিয়ালগুলো মনযোগ দিয়ে দেখছে। এলান থমকে গেল। ব্যাপারটা তার মাথায় একেবারেই আসে নি। তার পদশব্দ শুনে ফিরে তাকাল জুলেখা। "আপনি তাহলে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট?"
লজ্জিত মুখে শ্রাগ করল এলান। "আপনার স্বামী আমার সত্যিকারের পরিচয় আপনাকে দিতে চাননি।"

"কেন?" জুলেখার দৃষ্টিতে সারল্য।
এলান একটু দ্বিধা করে বলল, "উনি আপনাকে অসম্ভব ভয় পান।"
ফিক করে হেসে ফেলল জুলেখা। "আমাকে কেন ভয় পাবেন? কি করেছি আমি?"
ধীর পায়ে হেঁটে নিজের আসনে ফিরে এল এলান। "দয়া করে একটু বসুন। মিজান চায় আমি আপনার সাথে একটু কথা বলি। লুকাবো না, ওনার ধারনা আপনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে। তার কথা শুনে মনে হয়েছে আপনি হয়ত মাল্টিপল পার্সোনালিটি রোগে ভুগছেন।"
জুলেখা এলানের অনুরোধ অবহেলা করে দাঁড়িয়েই থাকল। এলানের কথা শুনছে মনযোগ দিয়ে। এলান তাকে বসার জন্য চাপাচাপি করল না। "অনেক সময়, ছোটবেলায় কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে গেলে মানুষের ভেতরে একটা দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা আরো বেশী স্বত্তার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিকে সামলানোর জন্য। একটা সময় ছিল অনেকেই এইসবকে আজগুবী কথা বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সময় পাল্টিয়েছে। এই জাতীয় অসুখের চিকিৎসাও আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"
জুলেখা নিষ্পলক দৃষ্টিতে এলানের দিকে কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। "তাহলে আমার স্বামীর ধারনা আমি অসুস্থ?"
এলান এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সে জানে, এই পর্যায়ে কথা বলার চেয়ে শোনাই ভালো। কোন এক পর্যায়ে জুলেখা নিশ্চয় নিজের থেকেই কথা বলতে শুরু করবে। অন্তত সেটাই সে আশা করছে। তাছাড়া এমন কিছু করতে বা বলতে সে চায় না যেন জুলেখা হঠাৎ করে রক্ষনাত্বক হয়ে ওঠে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করে বসে।
ধীর পায়ে হেঁটে এলানের কয়েক ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল জুলেখা। "আমার স্বামীতো নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন আমি কি করতে পারি। আপনার ভয় করছে না আমার সাথে এভাবে কথা বলতে?"
এলান শান্ত কণ্ঠে বলল, "আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে সাহায্য করা। আমি আপনার বন্ধু, শত্রু নই।"
জুলেখা মাথা দোলাল। "তাই বুঝি? কৌতুহল একটা অসম্ভব খারাপ জিনিষ। আমার স্বামী আপনাকে আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন?"
"আপনার অসম্ভব শক্তির কথা বলেছেন। আপনার অনেক রাগ এটাও বলেছেন। এবং ওনার ধারনা আপনি অন্যের মনের কথা পড়তে পারেন।"
"আর কিছু বলেন নি?"
"না। কিন্তু আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমি শুনতে চাই। নিশ্চিত থাকুন, আমাকে যা বলবেন তার একটা শব্দও বাইরে প্রকাশ পাবে না। আমার পেশায় সেটাই নিয়ম।"
পিছিয়ে গিয়ে সোফায় বসল জুলেখা। "ঠিক আছে, আমি আপনার কৌতুহল কিছুটা হলেও মেটাব। এই মহাবিশ্বে কত কিই তো আছে। তার কত টুকু আমরা বুঝি? বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে, কিন্তু অনেক কিছুই আজও আমাদের জানা হয় নি। ধরে নিন, আমি তেমন একটি রহস্য। মাল্টিপল পার্সোনালিটি নয়, বলুন মাল্টিপল পার্সন। একই শরীরে দুটি অস্তিত্ব, প্রতিটি অস্তিত্বের ভিন্ন স্বত্তা। একজন জুলেখা, অন্যজন চাঁদনী।"
"চাঁদনী কে? কোথা থেকে এলো?" এলান খুব শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"জুলেখার যেমন রয়েছে মানবীয় অস্তিত্ব, চাঁদনীর তেমন রয়েছে এক ভিন্ন ধরণের অস্তিত্ব। খুব ছোটবেলায় আমাদের দু'জনের খুব ভাব হয়েছিল। আম বাগানে। জুলেখা আমাকে চেয়েছিল সার্বক্ষনিক বন্ধু হিসাবে। আমার আধি ভৌতিক শারীরিক অস্তিত্ব আমাকে কিছু অচিন্তনীয় ক্ষমতা দিয়েছে। তার একটি হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষের শরীরের মাঝে আমি বাস করতে পারি।"

"আধি ভৌতিক অস্তিত্ব বলতে কি বোঝাচ্ছেন?"

"এটা বোঝানো কষ্ট। ধরে নিন আপনার মানবীয় দৃষ্টি শক্তির বাইরে এমন একটা কিছু যা আপনাদের পৃথিবীর সমান ভাগীদার।"

এলান তার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মৃদু হাসল জুলেখা। "বিশ্বাস হচ্ছে না? নিদর্শন দেখতে চান?"

দ্বিধান্বিত ভঙ্গীতে মাথা দোলাল এলান। নিদর্শন বলতে জুলেখা কি বোঝাচ্ছে সে নিশ্চিত নয়।

নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুলেখা। "আমার স্বামী ভালো মানুষ। তাকে ব্যাথা দেয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি চাই না তিনি অন্যের কাছে তার স্ত্রী সম্বন্ধে খারাপ কথা বলুন। এটা কোন সংসারের জন্যই ভালো না। তাকে একটা শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। আপনি একজন মাথার ডাক্তার। আপনার কৌতুহল মেটানোটাও দরকার।"

তারপরের ঘটনাটুকু এতো দ্রুত ঘটল যে এলান ঠিক ঠাহর করতে পারল না। জুলেখা বিদ্যুৎ গতিতে তার ঠিক সামনে চলে এলো। প্রচন্ড একটা থাপ্পড় পড়ল তার ডান গালে, সোফা থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ল সে, দিক এবং সময় জ্ঞান লোপ পেল, মাথার মধ্যে যেন চরকী ঘুরছে, চোখে কিছুই দেখছে না। পর মুহুর্তে মনে হল তাকে যেন কেউ মাটি থেকে অবলীলায় তুলে নিল, একটা ঝাঁকি, শূন্যতা, তারপর যেন একটা ট্রাকের সাথে বাড়ি খেয়ে লটকে পটকে ছিটকে পড়ল সে। তার পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এল।

জুলেখা এগিয়ে গিয়ে নিথর পড়ে থাকা দেহটার নাকের সামনে তার হাত মেলে ধরল। শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। ঠোঁট টিপে হাসল। হেঁটে বাইরের দরজায় এসে তালা খুলে ড্রাইভয়েতে বেরিয়ে এল। সে যেন জানতই কোথায় মিজানকে পাওয়া যাবে। হেঁটে গাড়ী পর্যন্ত গিয়ে জানালায় টোকা দিল। মিজানের খুব সম্ভবত ছোট খাট একটা হার্ট এটাক হল। হতবিহবল অবস্থায় দরজা খুলে জুলেখাকে ভেতরে ঢুকতে দিল। প্যাসেঞ্জার সীটে বসে নির্বিকার কণ্ঠে বলল জুলেখা, "বাসায় চল।"

মিজান তার দিকে ভীতচকিত দৃষ্টীতে তাকিয়ে আছে দেখে যোগ করল, "চিন্তার কিছু নাই। উনি ভালো আছেন।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে গাড়ী ছোটাল মিজান। জুলেখার জন্য সে খুন খারাবীর মামলায় পড়ে যায় কিনা, সেটাই তার প্রধান ভয়।